পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্রটি আজ থেকে ধর্মনিরেপেক্ষ

-বিপ্লব

নেপালের কথা বলছি। একমাত্র হিন্দুরাজ্যটি আজ থেকে ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধান আজই পরিবর্তন করা হলো। এটি সম্ভব হয়েছে কম্যুনিউস্টদের চাপে। সন্দেহ নেই নেপাল সামন্ততন্ত্র থেকে আজ মুক্তি পেল। আজ নেপালি জাতির মহাউত্তোরনের দিন।

পাশাপাশি বাংলাদেশ সংবিধান পরিবর্তন করে ধর্মনিরেপেক্ষ থেকে ইসলামিক হয়ে গেছে। কোন সন্দেহ নেই, বাংলাদেশ যতদিন ধর্মনিরেপেক্ষ না হতে পারবে তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল নয়। পৃথিবীর ইতিহাস এবং অর্থনীতি এটাই শিক্ষা দেয়, দেশের আইন-কাঠামো-শিক্ষা থেকে ধর্মকে বিদায় না করতে পারলে, সেই দেশ হয় উচ্ছন্নে যাবে, না হয় ইরানের মতন ফ্যাসিবাদের দিকে এগোবে। সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সূত্র মেনে চলে-তাই বাংলাদেশ একাধারে ধর্মবাদি এবং সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে রাষ্ট্রের জৈবদেহ থেকে ধর্ম নামক ক্যান্সারটি অপারেশন করে নির্মূল করতে হবে। কারন রাস্ট্রীয় কাঠামোয় ধর্ম হস্তক্ষেপ করলে, সেই রাস্ট্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়-এটা গবেষনালদ্ধ সত্য। ব্যক্তিগত জীবনে কে কোন ধর্মপালন করলো, তাই বিরুদ্ধে অবশ্য আমি কিছু বলছি না। কারণ মানুষের জীবন বেশ জটিল এবং কেও যদি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপালন করে মানসিক শান্তি পান, তার অবশ্যই ধার্মিক জীবনযাপন করা উচিত। কিন্তু রাষ্ট্র যদি ধার্মিক হওয়ার চেস্টা করে, সেই রাষ্ট্রর অধঃপতন হবেই।

বাংলাদেশের বামপন্থিদের কাছে এটা বড়ই দুঃসময়। নেপালের বামপন্থিরা যা অর্জন করলো, বাংলাদেশে কেন সেটা হলো না, তার কারণ অনুসন্ধান দরকার। আমি নিশ্চিত নেপালের সাফল্যের পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশের বামপন্থীরা তাদের ব্যর্থতা পোস্টমর্টেম করবেন।

বাংলাদেশের যে অংশটি ধর্মনিরেপেক্ষ বাংলাদেশের জন্য লড়াই করছে, পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবিদের উচিত তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কাদের সাহিত্য, গান উৎকৃস্ট সেটা বিচার করার সময় এটা নয়। বাংলাদেশকে ধর্মনিরেপেক্ষ করার লড়াইয়ে যারা জীবনপন নিয়ে নেমেছেন, তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গাবাসীর প্রণম্য হোন এটাই কাম্য।

মানুষ তিন কারণে লেখে। সৃস্টির তাগিদে, নিজের অহংবোধের তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে অথবা আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে। ইদানিং বাঙালী লেখকদের মধ্যে অহংবোধটাই মুখ্য হয়ে যাচ্ছে। তারা আইডিওলজিকাল গ্রাউন্ড বা আদর্শের ভিত্তিভূমিটা দেখতে পাচ্ছেন না। নিজেদের অহংবোধটাই বেশী চোখে পড়ছে। ধর্মনিরেপেক্ষ আন্দোলনের পক্ষে এ মোটেও শুভ সংবাদ নয়।